গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৯

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২০

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫৭%, কৃষিজ জিডিপিতে অবদান ২৫.৩০%; প্রবৃদ্ধির হার ৬% এবং জাতীয় জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৫৪%, কৃষিজ জিডিপি'তে অবদান ১৩.৬২% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪০% | মৎস্য উৎপাদনে ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য় ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। বিগত ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩৮.৭৮, ৪১.৩৪ ও ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন; মাংসের উৎপাদন ছিল ৬১.৫২, ৭১.৫৪ ও ৭২.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন; দুধের উৎপাদন ছিল ৭২.৭৫, ৯২.৮৩ ও ৯৪.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ছিল ১১৯১, ১৪৯৩ ও ১৫৫২ কোটি। দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ (৬০ গ্রাম) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রাম-এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১২১.১০ গ্রাম/দিন, ১৫৮.১১ মি.লি/দিন ও ৯৫.২৭ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নির্ণয়ের জন্য আর ভি মীন সন্ধানী'র মাধ্যমে জরিপ পরিচালিত হচ্ছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য/চিংড়ির পোনা প্রাপ্তি, মৎস্য আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উন্নত চিকিৎসা সেবার স্বল্পতা, উন্নত জাতের সিমেন এবং মানসম্পন্ন মৎস্য ও পশু খাদ্যের অপ্রতুলতা, খাদ্যের উচ্চমূল্য, ব্যবসাবান্ধব বিপণন ব্যবস্থার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জন প্রতি মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের চাহিদা যথাক্রমে ৬০ গ্রাম/দিন, ১২০.০০ গ্রাম/দিন ২৫০.০০ মি.লি/দিন ও ১০৪টি/বছর পূরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য/চিংড়ির পোনা উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরুপণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিজিজ সার্ভিলেন্স কার্যক্রম গ্রহণ। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন ও অধিক মাংস উৎপাদনকারী ব্রাহমা জাত সংযোজন, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন ও পশুখাদ্যের এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন গবেষণাগার স্থাপন। মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ এবং ক্যাটেল ইনসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন। এ সকল পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মাঠ পর্যায়ের ১৫০টি দপ্তর পরিদর্শন;
- মৎস্য প্রদর্শনী, বিল নার্সারি, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও মৎস্য অভয়াশ্রম পরিদর্শন;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণের লক্ষ্যে ৬টি পরিচালিত ক্রুজের মধ্যে ০১ টি ক্রুজ পরিদর্শন এবং সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা;
- মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের দুষণ মনিটরিং এর জন্য ১৮২৫টি নমুনা পরীক্ষা এবং রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ২৩৫০০টি নমুনা পরীক্ষা এবং ৪৩০০টি স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- রোগ প্রতিরোধে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডোজ টিকা উৎপাদন, গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান এবং গবাদিপশু-পাখির দ্রুত রোগ নির্ণয় কার্যক্রম পরিদর্শন; এবং
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে দেশব্যাপি কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিদর্শন।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২. নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা

৩. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

৫. মৎস্য ও গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদ করা এবং আইনগত কাঠামো সুদৃঢ়করণ;

২. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

৩. মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

৪. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;

৫. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;

৬. গবাদিপশু -পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ:

৭. মৎস্য, গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং রপ্তানিতে সহায়তা;

৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়ন; এবং

৯. অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।